

বিজিএমইএ'র সকল সম্মানিত সদস্যগণ

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বর্তমান বিশ্বে সার্কুলার ইকোনমি (পুনঃ চক্রায়ন অর্থনীতি) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অর্থনীতির মূলধারায় সংযোজিত হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় পোশাক শিল্প ও সংশ্লিষ্ট খাত সমূহে এর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বে জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলি তাদের পণ্য উৎপাদনে টেকসই ও রিসাইকেল কৃত কাঁচামাল ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকেও ব্যবসার এই নতুন ধারায় शामिल হতে হবে। আর তাই এই বিষয়ে আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

এই পটভূমিতে, বিজিএমইএ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিজিএমইএ তার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ২০৩০ গ্রহন করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল টেকসই এবং রিসাইকেল কৃত কাঁচামালের ব্যবহার ৫০ শতাংশে উন্নীত করা।

আপনি জেনে খুশি হবেন যে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা ইতোমধ্যেই Global Fashion Agenda, Reverse Resources, বিশ্বের কিছু জনপ্রিয় ফ্যাশান ব্র্যান্ড, রিসাইক্লিং কোম্পানী এবং বিজিএমইএ এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি যার নাম CFP (Circular Fashion Partnership)। P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) এর আর্থিক সহায়তায় এই প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে সার্কুলার ইকোনমির যাত্রা শুরু করেছি। শুধু তাই নয় UNIDO-এর অর্থায়নে SWITCH2CE নামে একটি প্রকল্প শুরুর অপেক্ষায়। সুতরাং পোশাক শিল্পে সার্কুলার ইকোনমী বাস্তবায়নে আমাদের সবাইকে সচেষ্টিত হতে হবে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ টন রুট উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে শুধুমাত্র ৫ শতাংশ আমরা দেশে পুনঃ প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম হই। প্রায় ৩৫ শতাংশ রুট আমরা বয়লার এবং অন্যান্য অনুপাদনশীল খাতে ব্যবহার করি এবং ৬০ শতাংশেরও বেশি আমরা দেশের বাইরে রপ্তানি করছি। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, গত ২০২১ - ২০২২ অর্থ বছরে এই রপ্তানির মূল্য ছিলো ২০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। যদি আমাদের দেশে এই পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ বাবস্থা থাকতো তাহলে এই পরিমাণ রুট দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তুলা আমদানির একটি

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি

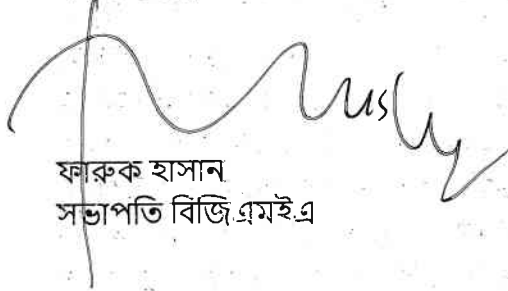
বাংলাদেশ তৈরি

বিশাল অংশ সশ্রয় করতে পারতাম যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। আর সেই তুলা দিয়ে আমরা যে প্রক্রিয়াজাত কাপড় উৎপাদন করতে পারতাম তার রপ্তানি মূল্য হতো প্রায় ৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আপনি আপনার কারখানায় পণ্য উৎপাদনের পরে যে ব্লট পাচ্ছেন তার একটি বিশাল ব্যবসায়িক সম্ভাবনা আছে। পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকৃত তুলা ও কাপড়ের যে বৈশ্বিক চাহিদা আছে, বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ ব্লট উৎপাদিত হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে। আর সেই জন্য এই বিষয়ে আপনাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

আপনাদের আছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা আপনাদের কারখানায় উৎপাদনের পাশাপাশি যে ব্লট তৈরি হচ্ছে তা যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে সচেতন হোন। আপনার কারখানার উৎপাদিত ব্লট সমূহের রঙ, কম্পোজিশন, গ্রেড, অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে সংরক্ষণ করুন এবং যথাযথ উপায়ে এটিকে পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ গন্তব্যে প্রেরণ করার জন্য তৈরি থাকুন। বিজিএমিএ বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ এর (Circular Economy) অর্থপূর্ণ বাস্তবায়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা, আর্থিক প্রণোদনা এবং অন্যান্য নীতি সহায়তা নিয়ে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, ব্র্যান্ড, টেকনোলজি পার্টনার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই খাত থেকে আমাদের প্রিয় পোশাক শিল্পখাতের একটি বিশাল ব্যবসায়িক সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সবাই যদি সচেতন হই তাহলে এই প্রাথমিক পদক্ষেপ এর কারণে আমরা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবো শুধু তাই নয় মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার পর আমরা এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন (Local Value Addition) বৃদ্ধিতে সক্ষম হবো। সেই সাথে আমরা প্রচুর কর্মসংস্থানও তৈরি করতে পারবো এবং আমরা সরকারের টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের (এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১২, ১৩) সহ অন্যান্য সূচক অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবো। একই সাথে আমরা যদি সচেতন হই বাংলাদেশ কে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী "পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ হাব" হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

তাই, এই বিষয়ে আমি আপনাদের সকলের সদয় সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,



ফারুক হাসান
সভাপতি বিজিএমইএ